



ফর্ম-৭

[১৩(২) ও ২৬ নিয়ম দ্রষ্টব্য]

ফর্ম নং \_\_\_\_\_

(অফিসের ব্যবহারের জন্য)

ভারতের নির্বাচন কমিশন  
প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আপত্তি /  
বর্তমান ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার আবেদনপত্র

প্রতি,

নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক,

বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নম্বর ও নাম

নং \_\_\_\_\_ নাম \_\_\_\_\_

আমি উপরিউক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আপত্তি / বর্তমান ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদনপত্র দাখিল করছি।

(১) আবেদনকারীর নাম \_\_\_\_\_

সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্রের নম্বর \_\_\_\_\_

নিজের মোবাইল নম্বর \_\_\_\_\_ বা

আত্মীয়ের মোবাইল নম্বর \_\_\_\_\_

(২) যে বিষয়ে আবেদন/আপত্তি করা হচ্ছে (উপযুক্ত ক্ষেত্রে ✓ চিহ্ন দিন) (যে কোনও একটি)

(ক) নিম্নলিখিত যে কোনও একটি কারণে আমি ইতিমধ্যে বর্তমান ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি (যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিন)

মৃত্যু  কম বয়স  অনুপস্থিত/স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত

ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত  ভারতীয় নাগরিক নয়

(খ) নিম্নলিখিত যে কোনও একটি কারণে আমি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আপত্তি জানাচ্ছি (যে কোনও একটিতে ✓ চিহ্ন দিন)

মৃত্যু  কম বয়স  অনুপস্থিত/স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত

ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত  ভারতীয় নাগরিক নয়

(গ) নিম্নলিখিত যে কোনও একটি কারণে আমি আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি :

(যে কোনও একটিতে ✓ চিহ্ন দিন)

স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত  ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত  ভারতীয় নাগরিক নয়

মৃত্যুর শংসাপত্র সংলগ্ন করা হলো (যথাযথ ঘরে ✓ চিহ্ন দিন)  হ্যাঁ  না

(৩) যে ব্যক্তির সম্পর্কে আপত্তি হয়েছে তার বিশদ বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

নাম \_\_\_\_\_ পদবি \_\_\_\_\_ সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্রের নম্বর (যদি থাকে) \_\_\_\_\_

ঠিকানা	গৃহ/ভবন/ অ্যাপার্টমেন্ট নং		গলি/এলাকা/অঞ্চল/ মহল্লা/রোড	
	শহর/গ্রাম		ডাকঘর	
	পিন কোড		তহসিল / তালুক / মণ্ডল	
	জেলা		রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	

হলফনামা

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি এবিষয়ে সচেতনভাবে অবহিত রয়েছি যে মিথ্যা বিবৃতি বা ঘোষণা পেশ করা এবং যে তথ্য আমি মিথ্যা বলে জানি বা বিশ্বাস করি অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করি না তা পেশ করা ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ নং ধারা (১৯৫০ এর ৪৩) অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ, যাতে এক বছরের মেয়াদে কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।

তারিখ :

স্থান :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/বৃদ্ধাপুষ্ঠের ছাপ

অভিগম্যতা সংক্রান্ত নির্দেশ :- প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন ২০১৬ এবং প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার বিধি, ২০১৭ এর প্রেক্ষিতে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি ও একাধিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর বা বাম হাতের বৃদ্ধাপুষ্ঠের ছাপ অথবা তার আইনগত অভিভাবকের স্বাক্ষর বা বামহাতের বৃদ্ধাপুষ্ঠের ছাপ প্রয়োজন।

প্রাপ্তিস্বীকার পত্র / রসিদ

প্রাপ্তিস্বীকার পত্র নং : \_\_\_\_\_ তারিখ \_\_\_\_\_

৭নং ফরমে শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী \_\_\_\_\_ -এর আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করা হলো।

[আবেদনপত্রের বর্তমান স্থিতি যাচাই করতে আবেদনকারী এই প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের নম্বর উল্লেখ করতে পারেন]

নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক/

সহ নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক/বুখ স্তরের আধিকারিক-এর নাম/স্বাক্ষর

## আবেদনপত্র পূরণ করার নির্দেশিকা

ফর্ম-৭

### ১। সাধারণ নির্দেশাবলি :

(ক) কোনো নির্বাচনক্ষেত্রের বিদ্যমান ভোটার তালিকায় নিবন্ধীকৃত কোনো নির্বাচক আবেদন করতে পারেন।

(খ) যে নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় আবেদনকারীর নিজের নাম নিবন্ধীকৃত আছে, সেখানে কোনো নিবন্ধীকৃত নির্বাচকের বিষয়ে আপত্তি/প্রস্তাবিত কোনো নামের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে আপত্তি সংক্রান্ত অথবা ভোটার তালিকা থেকে আবেদনকারীর নিজের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন হতে পারে।

২। **দফা ১ (আবেদনকারীর নাম)**—আবেদনকারী তাঁর নাম, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের (এপিক) নম্বর নিজের বা কোনো আত্মীয়ের (পিতা/মাতা/স্বামী/আইনসম্মত অভিভাবক) মোবাইল নম্বর।

৩। **দফা ২ (আপত্তি/নাম বাদ দেওয়ার আবেদন)** : আবেদনকারী যে বিষয়ে আবেদন করতে ইচ্ছুক, তাঁকে সেই যে-কোনো একটি বিকল্পের স্থানে ✓ চিহ্ন দিতে হবে। বিকল্পের নীচে যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে, তার মধ্যে যে-কোনো একটি কারণ উল্লেখ করে তাঁকে জানাতে হবে যে যাঁর বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি জানাচ্ছেন, তাঁর নাম কেন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্য নয় বলে তিনি মনে করছেন। অর্থাৎ মৃত্যু, ন্যূনতম বয়সের থেকে কম বয়স, অনুপস্থিত/ স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত /একই স্থানে বা অন্যত্র ভোটার তালিকায় ইতিমধ্যেই নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ভারতীয় নাগরিক নয়, ইত্যাদি কারণ। আপত্তি বা নাম বাদ দেওয়ার কারণ যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ করার দায়িত্ব আবেদনকারীর উপরেই বর্তায়।

৪। **দফা ৩ (যে ব্যক্তির সম্পর্কে আপত্তি জানানো হয়েছে, তাঁর বিশদ বিবরণ)** : যে ব্যক্তির তালিকাভুক্তি সম্পর্কে আপত্তি জানানো হয়েছে, অথবা যাঁর নাম বাদ দিতে চাওয়া হচ্ছে আবেদনকারীকে তাঁর নাম, পদবি, এপিক নম্বর, ও ঠিকানা পূরণ করতে হবে।

৫। **ঘোষণা** : আবেদনকারীকে এই মর্মে একটি ঘোষণা করতে হবে যে, আবেদনপত্রে যে যে তথ্য ও বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে তা, তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ রাখবেন যে, ঘোষণা অংশে মিথ্যা বয়ান দেওয়া হলে তা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৩১ নম্বর ধারা (১৯৫০-এর ৪৩) অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যাতে একবছরের মেয়াদ পর্যন্ত কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।